

বিজয়ের ৫০ বছর

সামাজিক অর্জন ও বঞ্চনার গল্প



পরাদীনতা থেকে মুক্তি



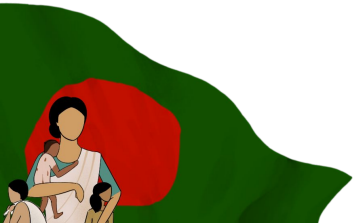
দুটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র অর্থনীতি
পশ্চিমের শাসক শ্রেণি দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর শোষণ



স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ



ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ এবং বৈষম্য থেকে মুক্তি
গণতান্ত্রিক, সমৃদ্ধ ও ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ



বাংলাদেশ: সাফল্য গাঁথা

স্বাধীনতা পরবর্তী:

১৯৭২-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত জিডিপি ৪% হারে বৃদ্ধি পায়,
ক্ষতিগ্রস্ত হয় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ



বর্তমানে অর্থনীতি:

গত দশকে বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭%

সামগ্রিক ভাবে **থাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা** অর্জন করে

প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৪০ এর থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে **৭২ বছর** বয়সে

গত দুই দশকে **সাক্ষরতার হার ২৯.২৩%** থেকে বেড়ে হয়েছে **৭৪.৭০%**

২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নীত হয়ে **উন্নয়নশীল দেশ** হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে



বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ (Challenging Injustice)

*“Persistence of poverty and growth in inequality derive from the unjust nature of social order which effectively **excludes the resource poor from equitable opportunities for participating in the development process.**”* - ড. রেহমান সোবহান

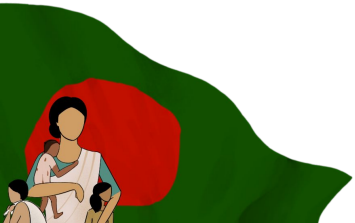
ড. সোবহান ৪টি ক্ষেত্রে কাঠামোগত বৈষম্য নিয়ে কথা বলেন

সম্পদ মালিকানার
অসম সুযোগ

বাজারে অসম
অংশগ্রহণ

মানব উন্নয়নে
সমান সুযোগ না
পাওয়া

ন্যায়হীন শাসন



যেসকল পরিস্থিতি মানুষকে মূলধারার সমাজ থেকে প্রান্তিক করে তোলে

বাসস্থান

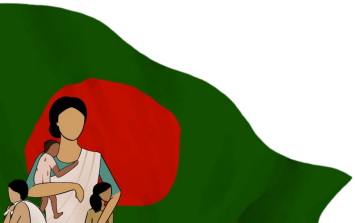
প্রত্যন্ত ও উপকূলীয় অঞ্চল, চর
এবং হাওর, পাহাড়, শহরের বস্তু

সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান

জাত, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

প্রতিবন্ধকতা ও বিশেষ
চাহিদা





দারিদ্র্য ও অসমতা

- ২০১৬ সালে জাতীয় গিনি সহগ ০.৩৬ (১৯৬৩) থেকে ০.৪৮২ হয়েছে। (বিবিএস)
- শীর্ষ ৫% ধনী পরিবারের আয় দেশের মোট আয়ের ২৮%, যেখানে নিচের ৫% পায় ০.২৩%
- বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে আয়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে
- এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ন্যূনতম মজুরি প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বনিম্নে অবস্থান করছে (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)



লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য

বাংলাদেশের ৭০% এরও বেশি বিবাহিত নারী তাদের স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন

তাদের মধ্যে অর্ধেকই শারীরিক নির্যাতনের কথা জানিয়েছেন

পুরুষ কিংবা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের উপর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক কোনো আইনি অবকাঠামো নেই

- **৮১%** পুরুষের তুলনায় কেবল **৩৬%** কর্মক্ষম নারী শ্রম বাজারে নিয়োজিত
- দরিদ্রতম কোয়ান্টাইলের শিক্ষা গ্রহণের হার (মাধ্যমিকের চেয়ে বেশি) কেবল **১.১%**
- **৫৯%** মেয়ের ১৮ বছর বয়সের পূর্বেই বিয়ে হয়, যা এশিয়া-প্যাসিফিকে সর্বোচ্চ





আদিবাসী সমাজের অবস্থা

- বাংলাদেশে ৫০ টিরও বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে কিন্তু রাষ্ট্র তাদের "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভূমির মালিকানা অধিকার সম্পর্কিত প্রধান সমস্যাগুলো অবহেলিত হয়ে যায়
- নিম্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার প্রায় ৮০% এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬৫%, যেখানে জাতীয় গড় ২০.৫%
- দ্বন্দ্ব, জমি দখল, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন হস্তক্ষেপের কারণে নিজ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদের হার ক্রমবর্ধমান



প্রতিবন্ধীর প্রতি অবহেলা



- যেসকল পরিবারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে সেসকল পরিবারে দারিদ্র্যের হার বেশি লক্ষণীয়
- কর্মসংস্থানের অভাব
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৬০০ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে যা মাথাপিছু জিডিপি'র ৫.৫%
- প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বাংলাদেশে খুব সীমিত
- দুর্বল পুনর্বাসন কার্ঠামো, বিশেষত কমিউনিটি স্তরে
- পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিবন্ধী-বান্ধব নয়



প্রতিবন্ধীর প্রতি অবহেলা



বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীত্বের ব্যয়

প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বছরে ১৪৮ মার্কিন ডলার

(সূত্র: Economic Costs of Disability in Bangladesh; জুলফিকার আলী)



অসম উন্নয়ন

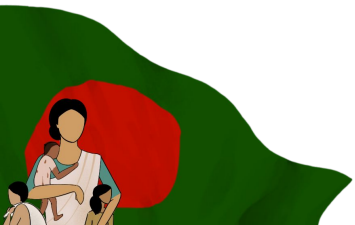
উন্নয়নের আকারের দিক দিয়ে পাই চার্টটির আকার বাড়াচ্ছে তবে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠই এর অংশ হতে পারছে না



অসমতার কিছু উদাহরণ:

- অসম চাকরির সুযোগ
- স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশনের মতো বিষয়ে অসম সুযোগ
- শিক্ষার বৈষম্য
- ভূমিহীনতা

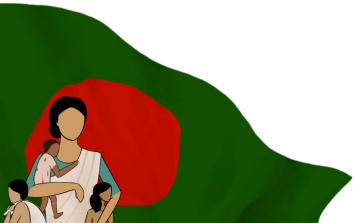
অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার দিকে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে



নীতি নির্ধারণের সুপারিশ সমূহ



- ❑ সামাজিক সুরক্ষা নীতিতে অধিকার-ভিত্তিক পন্থা অবলম্বন
- ❑ বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানবাধিকারের মূলনীতি অনুসারে সকলকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান
- ❑ বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❑ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত কাজের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান গঠন
- ❑ মানসম্মত শিক্ষার সমান সুযোগ করে দেয়া
- ❑ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকারী বাজেটে পরিবর্তন
- ❑ ঋণ এবং সঞ্চয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক নীতির পরিবর্তন



ধন্যবাদ

